AMECUT RTHD
30/10/2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০৪৮.১৫(অংশ-৩)-৬০৬

তারিখঃ ৩০-১০-২০১৮

বিষয়ঃ ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

গত ২৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে "ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোঃ সামীমুজ্জামান)
উপপ্রধান
ফোন-৯৫১৪২৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, ঢাকা
৭। সদস্য (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৮। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৯। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১০। যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
১১। যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকল্পের প্রয়োজনে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণ:

১। ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ (ই ইন সি), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
২। মহাপরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজাগাঁও, ঢাকা
৪। প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা জোন), ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫। প্রকল্প পরিচালক, সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হ'লঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরনীটি এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪। যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৫। উপপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬-৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি

www.rthd.gov.bd || date: 2018-10-31

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
কার্যক্রম ও এডিপি শাখা

বিষয়ঃ "ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র ওপর অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	২৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বিকাল ০৩:১৫ ঘটিকা
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

২. উপস্থাপনাঃ

২.১ সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এসডব্লিউও (পশ্চিম) কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য "ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল- রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অংশের সাথে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের বিশেষ করে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনা এলাকার সড়ক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ; বাংলাদেশের মধ্যে আন্তঃজেলা বাণিজ্যে সহায়তা প্রদান; বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে শিল্পায়নের উন্নয়ন; দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের আত্মসামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধিকরণ; এবং সমগ্র রাস্তার নিরাপত্তা উন্নয়ন।

২.২ যুগ্মপ্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, "ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন" শীর্ষক সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি'তে যেভাবে আছে সেভাবে সম্পন্ন করে নতুন অঙ্গ/কাজের জন্য আলাদাভাবে ডিপিপি প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ১৯-০৮-২০১৮ তারিখে পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশের আলোকে নতুন অঙ্গ বা কাজের জন্য আলাদাভাবে ৪১১১৮৫.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত "ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ" শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে চলমান "ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি সংশোধনের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

২.৩ চলমান প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন থেকে জানানো হয় যে, "সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিভাগে মে ২০১৬ সালে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী যেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি ৪০.০০ কোটি এবং ১৫% এর নীচে সেহেতু প্রকল্পটির অনুমোদনের বিষয়টি এ বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত। উক্ত নির্দেশক্রমে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদনযোগ্য।

www.rthd.gov.bd || date: 2018-10-31

৩. আলোচনা :

৩.১ আলোচনার শুরুতেই যুগ্মপ্রধান বলেন যে, প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ৬৮৫২.২৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মে ২০১৬ হতে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্পটি একবার বিশেষ সংশোধন করা হয়েছে যা সংশোধন হিসেবে বিবেচিত হবে না। উক্ত বিশেষ সংশোধনের ফলে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০০০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২ প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের কিছু কিছু অংগের যেমন মাটির কাজ ৩৬৮২.৩৯ লক্ষ, পেভমেন্ট ৪৯৬০.৪৭ লক্ষ, ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক ১৮৪৯৭.৪৮লক্ষ, ব্রীজ পিসি গার্ডার ১০০ মিটার ৬১৮৬২.৯৫ লক্ষ, কালভার্ট ৭২৪৫.০৬ লক্ষ, ফ্লাইওভার ৪৫৬৭২.২৩ লক্ষ, রেলওয়ে ওভারপাস ৭৩৫০০.৭৫ লক্ষ, আন্ডারপাস ৬৮৭২.২৫ লক্ষ, ইনসিডেন্টালস ২৮৪৩.৪৬ লক্ষ এবং টোল প্লাজা নির্মাণ (২) ৩৩২১.৯৬ লক্ষ টাকা মোট ২২৮৪৫৯.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে জেনারেল ও সাইট ফেসিলিটিজ ২৪.৭৪ লক্ষ, ব্রীজ পিসি গার্ডার ১৭৩৭৫.৭৮ লক্ষ, ব্রীজ আরসিসি গার্ডার ১৭৪৫৮.৮৯ লক্ষ, ইন্টারচেঞ্জ ১৫৯৮৩৩.৩৩ লক্ষ, ডে ওয়ার্ক ১৭.৪৪ লক্ষ, ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ১১৯০৯.১২ লক্ষ ও প্রাইস কন্টিনজেন্সি ১৭৮৬৩.৬৮ লক্ষ টাকা মোট ২২৪৪৮২.৯৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে। হ্রাস ও বৃদ্ধির ফলে মোট ৩৯৭৬.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধির হার ০.৫৮%।

৩.৩ প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য আন্তঃখাত সমন্বয় এবং মেয়াদকাল ২ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া, ব্রীজ পিসি গার্ডার ১০০ মিটার নতুন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ব্রীজ আরসিসি গার্ডার বাদ দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র অনুযায়ী বিশেষ প্রয়োজন হলে নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত ও বিদ্যমান অঙ্গ বাদ দেয়া যায় মর্মে এ বিভাগের যুগ্মপ্রধান সভাকে অবহিত করেন। যেহেতু ব্রীজ অঙ্গটি রয়েছে সেহেতু নতুন অঙ্গটি ব্রীজ অঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলে নতুন অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে না মর্মে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি মতামত দেন। তবে এ দুটি অঙ্গের অন্তর্ভুক্তি এবং বাদ দেয়ার বিষয়টি ডিপিপি'তে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া, ইনসিডেন্টাল অঙ্গের বিস্তারিত বিভাজন ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করার জন্য কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি পরামর্শ প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করতে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

৪. বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৪.১ যেসব অঙ্গের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছে সেসব অঙ্গের ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ যথাযথভাবে ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করতে হবে;

৪.২ বাস্তবায়নকাল ২ (দুই) মাস বৃদ্ধি করতে হবে;

৪.৩ ব্রীজ পিসি গার্ডার ১০০ মিটার নতুন অঙ্গ না দেখিয়ে ব্রীজ অঙ্গের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪.৪ ব্রীজ আরসিসি গার্ডার বাদ দেয়ার ব্যাখ্যা ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করতে হবে;

৪.৫ ইনসিডেন্টাল অঙ্গের বিস্তারিত বিভাজন ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করতে হবে; এবং

৪.৬ সিদ্ধান্ত ৪.১ থেকে ৪.৫ পর্যন্ত অনুসরণকরতঃ প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল।

৫. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd // date: 2018-10-31